কলকাতার উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট অধিক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি

২০১৬ সালের ডবলু.পি .আ ৮৯৯৭

উদয় শঙ্কর দাস

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য ।

আবেদনকারীর জন্য ঃ শ্রী অরূপ লাহিড়ী,

রাজ্যের জন্য ঃ শ্রী পন্তু দেব রায়,
শ্রী সুব্রত গুহ বিশ্বাস,

শুনেছিলেন ঃ ০৬.১০.২০২৮

রায় **২০.১১.২০২৩**

বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি,

১. বর্তমান রিট পিটিশনটি প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত প্রতিকারের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছেঃ

একটি রিট অথবা আদেশের প্রকৃতির যেখানে বিবাদীদের অবিলম্বে আবেদনকারীর বেতন বিবাদী নং ৪ এর বেতনের সমান বৃদ্ধি করতে এবং বিবাদী নং ৪ যে তারিখ থেকে আবেদনকারীর বেতন বৃদ্ধি করতে শুরু করেছেন সেই তারিখ থেকে আবেদনকারীর বেতন বৃদ্ধির পরে আবেদনকারীর বেতন পুনরায় নির্ধারণ করতে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. রিট পিটিশনে যে তথ্যগুলি সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়েছে, তা হল আবেদনকারীকে ২৪ পরগনার তৎকালীন পণ্ডিত জেলা বিচারক '১৩.০২.১৯৭৪'-এ 'নাইট গার্ড' হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁকে 'প্রসেস সার্ভার' পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল এবং অবসর গ্রহণের বয়স অর্জনের পরে তিনি '৩১.০৭.২০১২'-এ চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

৩। বিবাদী নং ৪ কে ২৮.০৫.১৯৮১ তারিখে একই বিচারক পদে ‘প্রসেস সার্ভার’ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ, বিবাদী নং ৪ আবেদনকারীর চাকরিতে থাকাকালীন জুনিয়র ছিলেন। বিবাদী নং ৪ ৩০.০৬.২০১২ তারিখে অবসর গ্রহণের বয়স পূর্ণ হওয়ার পর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। আবেদনকারীর সর্বশেষ মূল বেতন ছিল প্রতি মাসে ২৬, ৩৬১ টাকা, যেখানে বিবাদী নং ৪ তার অবসর গ্রহণের সময় মূল বেতন হিসেবে ২৯,৭৪৮ টাকা পেয়েছিলেন। আবেদনকারী প্রতি মাসে ১১,৫৫৬ টাকা পেনশন পাচ্ছেন।

৪. উত্তরদাতা নং ৪-কে তার ১০ বছরের চাকরি শেষ হওয়ার পরে ক্যারিয়ার অগ্রিম প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আবেদনকারীকে 'প্রসেস সার্ভার' পদে পদোন্নতি দেওয়ার আবেদনে আবেদনকারীকে এই সুবিধা দেওয়া হয়নি।

৫. একই রকম পরিস্থিতির একজন প্রার্থী, কমলেশ মান্না, যিনি তাঁর কনিষ্ঠের তুলনায় কম বেতন পেতেন, কাশীনাথ পাত্র তাঁর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর কনিষ্ঠের বেতনের সমতুল্য বেতন বাড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়ে হাওড়ার পণ্ডিত জেলা বিচারপতির কাছে যান। মান্না-এর আবেদনটি বিবেচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু মান্না-এর আবেদনটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের উপ-সচিব দ্বারা একটি আদেশের মাধ্যমে ১৬৪৭২-জে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল ৩১.০৮.১৯৯৪ তারিখে ।

৬. শ্রী মান্না কলকাতার মাননীয় হাইকোর্টে ১৯৯৫ সালের সি.ও. নং ২০৮০৪(ডব্লিউ) নামে একটি রিট পিটিশন গ্রহণ করে ৩১.০৮.১৯৯৪ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন। উপরোক্ত রিট পিটিশনকারী সি.ও. নং ২০৮০৪(ডব্লিউ) হিসেবে ১৯৯৫ সালের, ২৫.০২.২০০২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়, যার মাধ্যমে ৩১.০৮.১৯৯৪ তারিখের আদেশ বাতিল করা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগ সচিবকে মিঃ মান্নার আবেদন পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৭. ২৫.০২.২০০২ তারিখের আদেশ মেনে বিচার বিভাগের সচিব একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ জারি করেন যে, মিঃ মান্না শ্রী পাত্রের সমতুল্য বেতন পাওয়ার অধিকারী এবং সেই অনুযায়ী, শ্রী মান্নার বেতন হাওড়ার বিজ্ঞ জেলা বিচারক পুনরায় নির্ধারণ করেন। শ্রী মান্নাকে বেতন স্কেল নং. ০৬ প্রদান করা হয়।

৮. একই ধরনের আরও তিনজন প্রার্থী, শ্রী গৌরাঙ্গো দে, প্রশান্ত শেঠ এবং প্রতাপ চন্দ্র ঘোষও ২০০৫ সালের ডব্লিউ. পি. নং ৯৮৬৮ (ডব্লিউ) নামে একটি রিট পিটিশন পেশ করেন, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উপরোক্ত রিট আবেদনকারীদের বেতন জনাব পাত্রা এর সমতুল্য করার নির্দেশ দিয়ে ১৭.০৪.২০০৬ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয় এবং উপরোক্ত রিট আবেদনকারীদের বেতন সেই অনুযায়ী পুনরায় নির্ধারণ করা হয়।

৯. ২৮.০২.২০০৭ তারিখের ৩-পি-র একটি আদেশের মাধ্যমে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিদ্বান জেলা বিচারক একই রকম পরিস্থিতির "প্রসেস সার্ভার"-এর একটি গোষ্ঠীকে বেতন বাড়ানোর সুবিধা প্রদান করেছেন, যথা,আমানুর রহমান, বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি ইত্যাদি আংশিকভাবে

তাদের জুনিয়রদের বেতনদেন কিন্তু যেহেতু সিনিয়র এন সার্ভিস হওয়া সত্ত্বেও, রিট আবেদনকারী তার জুনিয়রের তুলনায় কম বেতন পেয়েছিলেন, তাই আবেদনকারীকে এই রিট পিটিশনটি পছন্দ করতে বাধ্য করা হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের প্রতি উত্তরদাতা নং ৪-এর বেতনের সমতুল্য তার বেতন বাড়ানোর নির্দেশ চাওয়া হয়েছে।

১০ শ্রী লাহিড়ী, আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী যুক্তি দেখান যে স্বীকারযোগ্যভাবে, ৪ নং উত্তরদাতা চাকরিতে আবেদনকারীর চেয়ে কনিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু ৪ নং উত্তরদাতা আবেদনকারীর চেয়ে বেশি বেতন পেয়েছিলেন এবং তাই, একটি অসঙ্গতি ছিল এবং সেই অনুযায়ী, এই ধরনের অসঙ্গতি দূর করার জন্য, আবেদনকারীর বেতন ১ গুলি পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা বিধিমালা, পার্ট-১-এর নিয়ম ৫৫ (৪)-এর ৪ নং শর্তাবলীর সমতুল্য বাড়াতে হবে।

১১। ১৯৯৫ সালের সি.কিউ. ও. নং ২০৮০৪ (ডব্লিউ)-এ (সংযুক্তি-পি/৩) গৃহীত ২৫.০২.২০০২ তারিখের আদেশ মেনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের সচিব কর্তৃক গৃহীত যুক্তিসঙ্গত আদেশের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।২০০৫ সালের ডব্লিউ. পি. নং ৯৮৬৮ (ডব্লিউ)-এ পাস হয় এবং আদেশটি হয়. নং. ৩-পি

আলিপুরের দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিদ্বান জেলা জজ কর্তৃক গৃহীত ২৮.০২.২০০৭ তারিখের শ্রী লাহিড়ী কঠোরভাবে যুক্তি দেখান যে, একই রকম পরিস্থিতির মধ্যে থাকা অসংখ্য প্রার্থী, যাঁরা তাঁদের জুনিয়রদের বেতনের তুলনায় কম বেতন পেতেন, তাঁদের বেতন তাঁদের জুনিয়রদের বেতনের সমতুল্য করে বাড়ানো হয়েছে এবং ফলস্বরূপ, আবেদনকারীর বেতনও ৪ নং উত্তরদাতার বেতনের সমতুল্য বাড়াতে হবে। তাঁর জমা দেওয়া আবেদনকে শক্তিশালী করার জন্য, তিনি ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যদের বনাম-শ্রী সি. আর. মাধব মূর্তি ও আনর, ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করেন যা ২০২২ (৪) সুপ্রিম ৪৩৫-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল।

১২। জবাবে, রাজ্যের উত্তরদাতাদের আইনজীবী শ্রী দেব রায় আবেদনকারীর আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে আবেদনকারী রিট পিটিশনে উল্লিখিত প্রার্থীদের সাথে একই রকম পরিস্থিতি নেই এবং ফলস্বরূপ, আবেদনকারী তার বেতন বাড়ানোর সুবিধা দাবি করতে পারে না তবে আবেদনকারী পরিবর্তিত ক্যারিয়ার অগ্রিম প্রকল্প, ২০০১ এর অধীনে সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। তবে, মিঃ দেব রায় জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারীকে পারে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সামনে ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব জমা দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া যেতে

এবং যদি আবেদনকারী দ্বারা এই ধরনের উপস্থাপনা করা হয়, তবে তার অভিযোগকে সম্বোধন করা হবে।

১৩. রিট পিটিশনে জড়িত বিরোধের আরও ভাল মূল্যায়নের জন্য, পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা বিধিমালা, অংশ--এর নিয়ম ৫৫ (৪) পুনরুত্পাদন করা লাভজনক হবে, যা এইভাবে পড়েঃ

> "যদি কোনও সরকারি কর্মচারী কোনও উচ্চতর পদে কর্মরত থাকাকালীন সাধারণ নিয়মের অধীনে উচ্চতর পদে তাঁর বেতন নির্ধারণের কারণে বা বেতন স্কেল সংশোধনের কারণে তাঁর সিনিয়র অফিসারের চেয়ে বেশি হারে বেতন পান, তবে তাঁর চেয়ে সিনিয়র সরকারি কর্মচারীর বেতন একই পর্যায়ে পুনরায় নির্ধারণ করা হবে এবং একই তারিখ থেকে তাঁর জুনিয়র উচ্চতর বেতনের হার তুলবেন, সিনিয়র অফিসারের দ্বারা নিম্ন পদে থাকা লিয়েনটি পুনরায় নির্ধারণের সময় বাতিল করা হয়েছে কিনা তা নির্বিশেষে, শর্ত সাপেক্ষে যে সিনিয়র এবং জুনিয়র অফিসারদের একই ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত এবং যে পদে তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে তার বেতন স্কেলও অভিন্ন।
>
> এই নিয়মের সুবিধা গ্রহণযোগ্য হবে না যদি কোনও প্রবীণ সরকারী কর্মচারী সংশোধিত বেতন বজায় রাখার বিকল্প ব্যবহার করেন, অথবা উচ্চতর পদে পদোন্নতির আগে নিম্ন পদে প্রবীণ আধিকারিকের দ্বারা নেওয়া বেতনও কম ছিল তার জুনিয়রের চেয়ে।"

১৪. ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যদের বনাম শ্রী সি.আর.মাধাব এবং আরেকজন এর ক্ষেত (সুপ্রা), এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে কোনও কারণে কোনও প্রবীণ কর্মচারী যদি তার কনিষ্ঠের চেয়ে কম বেতন পান, তবে বেতন-অসঙ্গতি দূর করতে প্রবীণের বেতনের স্কেল তার কনিষ্ঠের বেতনের সাথে আংশিকভাবে বাড়াতে হবে।

১৫। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের সচিব কর্তৃক গৃহীত ২১.০৮.২০০২ তারিখের আদেশ থেকে এটা স্পষ্ট যে, একজন কমলেশ মান্নাকে হাওড়ার বিজ্ঞ জেলা বিচারকের কার্যালয়ে পিওন হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল ১৬.৬.১৯৭৬ এবং _ অন ০১.০৬.১৯৯৭-এ, তাকে "প্রসেস সার্ভার" পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল এবং একজন কাশীনাথ পাত্রকে ১.২.১৯৭৮-এ 'প্রসেস সার্ভার' হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। মাননার কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, শ্রী পাত্র উচ্চতর বেতন নিচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট সচিব তাঁর আদেশে বলেছেন যে, শ্রী মান্না পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা বিধি, পার্ট-১-এর নিয়ম ৫৫ (৪)-এর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী পাত্রের বেতনের সমতুল্য তাঁর বেতন পুনরায় নির্ধারণ করার অধিকারী সচিব তারিখ ২১.০৮.২০০১ বাস্তবায়িত হয়েছিল।

১৬। ২০০৫ সালের ডবলু.পি. নং. ৯৮৬৮ (ডবলু) তে, একই ধরণের প্রার্থীদের জন্য একই সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিজ্ঞ জেলা জজ কর্তৃক ২৮.০২.২০০৭ তারিখের আদেশ নং. ৩-পি থেকে জানা যায় যে, কিছু সিনিয়র প্রসেস-সার্ভার যারা তাদের জুনিয়রদের তুলনায় কম বেতন পেতেন, তাদের বেতন তাদের জুনিয়রদের বেতনের সমান বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

অতএব, স্থির আইনি অবস্থান হল যে, যদি দেখা যায় যে কোনও জুনিয়র কর্মচারী কোনও কারণে একই ক্যাডারের তার সিনিয়রের তুলনায় বেশি বেতন পান, তবে বেতন-অসঙ্গতি দূর করার জন্য, জুনিয়রের এত বেশি বেতন শুরু করার তারিখ থেকে এই ধরনের সিনিয়র কর্মচারীর বেতন তার জুনিয়রের বেতনের সমতুল্য বাড়াতে হবে।পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং হাওড়ার বিদ্বান জেলা বিচারক এবং এমনকি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিদ্বান জেলা বিচারকও এই ধরনের আইনি অবস্থান গ্রহণ করে এই ধরনের প্রবীণ কর্মচারীদের বেতন তাদের জুনিয়রদের বেতন এবং এই ধরনের প্রবীণদের বেতনের সমতুল্য করে তুলেছ প্রক্রিয়া-সার্ভারগুলি সেই অনুযায়ী পুনরায় স্থির করা হয়েছিল।

১৭। যদিও আবেদনকারী আবেদন করেছেন যে, ৪ নং উত্তরদাতার চেয়ে বড় হওয়া সত্ত্বেও, আবেদনকারী ৪ নং উত্তরদাতার চেয়ে কম বেতন পেয়েছেন কিন্তু তাদের পরিষেবা সম্পর্কিত কোনও নথি নেই স্থাপন করা হয়েছে।

১৮। অতএব, এই ধরণের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারীকে বিজ্ঞ জেলা জজের সামনে একটি বিস্তৃত প্রতিনিধিত্ব জমা দেওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করে রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে,

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আজ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে তাঁর অভিযোগগুলি প্রকাশ করে ব্যাপক উপস্থাপনা। যদি এই জাতীয় উপস্থাপনা করা হয়, তবে বিদ্বান জেলা বিচারক আবেদনকারীর কাছে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে তা বিবেচনা করবেন এবং নিষ্পত্তি করবেন। যদি ১ টি ১-এ দেখা যায় যে উত্তরদাতা নং ৪-এর চেয়ে সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারী উত্তরদাতা নং ৪-এর তুলনায় কম বেতন নিচ্ছেন, তবে আবেদনকারীর বেতন ৪ নং উত্তরদাতার বেতনের সমতুল্য করার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ এবং আবেদনকারীর বেতন বাড়ানোর পরে আবেদনকারীর বেতন পুনরায় নির্ধারণ করার তারিখ থেকে যখন উত্তরদাতা নং ৪ আবেদনকারীর বেতনের চেয়ে বেশি বেতন পেতে শুরু করে। এটি পাস করা হবে। এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে যদি এটি পাওয়া যায় যে আবেদনকারীর দাবি ১ যুক্তিসঙ্গত নয়, তবে বিদ্বান জেলা বিচারক একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করবেন এবং এই আদেশের অনুলিপি অবশ্যই আবেদনকারীকে জানাতে হবে। আবেদনকারী শুনানির সময় তার দাবির সমর্থনে রিট পিটিশনের অনুলিপি সহ তার সংযুক্তি সহ সমস্ত নথি উপস্থাপন করতে স্বাধীন থাকবেন। পুরো প্রক্রিয়াটি তারিখ থেকে ৮ (আট) সপ্তাহের মধ্যে করা হবে।

১৯. এই পর্যবেক্ষণ এবং আদেশের সাথে, রিট পিটিশনটি অবশ্য খরচ সম্পর্কিত কোনও আদেশ ছাড়াই নিষ্পত্তি করা হয়।

২০. আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে রাখা এই রায় এবং আদেশের সার্ভার কপির ভিত্তিতে দলগুলি কাজ করার অধিকারী হবে।

২১. এই রায়ের জরুরি জেরক্স প্রত্যয়িত ফটোকপিগুলি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় বিধি মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly